FEB. 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যবইয়ের অভাবে কুড়িগ্রামে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিক্ষা বছরের দেড়মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কুড়িগ্রামে পাঠ্যবই সংকট দূর হয়নি। পাঠ্যবইয়ের অভাবে জেলার লক্ষাধিক শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অভিভাবকরা পাঠ্যবই সংগ্রহের আশায় প্রতিদিন লাইব্রেরিগুলোতে ধরনা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম জেলার দু জন বইয়ের ডিলার দুই কিস্তিতে ৬শ সেট বই এনেছিল। যা তারা নোটবইসহ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করেছে।

কবে নাগাদ লাইব্রেরিগুলোতে বই পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ বই সংকট যদি আর কিছুদিন থাকে তবে বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। গোটা ফেব্রুয়ারি মাসটা প্রথম সাময়িক পরীক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণের উপযুক্ত সময়। কারণ গোটা মার্চ মাস এসএসসি পরীক্ষা এবং ঈদের ছুটির জন্য বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রথম শ্রেণীতে বইয়ের চাহিদা রয়েছে ৭৫ হাজার সেট, দ্বিতীয় ... ২৩ হাজার সেট, চতুর্থ শ্রেণীতে ২৬ হাজার ৬শ সেট এবং পঞ্চম শ্রেণীতে চাহিদা রয়েছে ১৪ হাজার ২শ সেট। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সব বই সরবরাহ করা হলেও চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে অর্ধেকেরও কম বই সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ সেটের চাহিদা থাকলেও ডিলারদের মাধ্যমে মাত্র ৬শ সেট বই এসেছে। সেসব বই লাইব্রেরিতে পাওয়া গেলেও তা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ১০/২০ টাকা বেশি দরে বেচা হচ্ছে। সেই সাথে মূল বইয়ের সাথে চাপানো হচ্ছে নোট বই। এ ব্যাপারে কয়েক জন বই ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তারা জানান, ঢাকায় বই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেশি দামে বই ক্রয় করতে হচ্ছে তাই আমাদেরকেও বেশি দামে বই বিক্রি করতে হচ্ছে।

জেলার পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির এক কর্মকর্তা জানান, সারা জেলায় প্রায় ১শ জন পুস্তক বিক্রেতা রয়েছে যারা বই না পেয়ে তাদের ব্যবসায় মন্দাভাব য